131590 - আল্লাহকে অসন্তুষ্ট না করে কীভাবে সম্পদ কাজে লাগাবে এবং লাভ করবে?

প্রশ্ন

এক ব্যক্তিকে আল্লাহ অনেক ধন-সম্পদ দিয়েছেন। সে এ সম্পদে কীভাবে ব্যয় করবে? এটাকে কীভাবে কাজে লাগাবে? কীভাবে এই সম্পদ সংরক্ষণ করবে এবং আল্লাহকে অসন্তুষ্ট না করে এতে লাভ করবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

সম্পদ তখন নিয়ামত হয় যখন তা আল্লাহর সন্তুষ্টিতে নিয়োজিত করা হয় এবং আল্লাহর আনুগত্যের পথে সহায়ক হয়। আর তখন শাস্তির কারণ হয় যখন এটাকে খারাপ কাজে ব্যবহার হয়, এটি মালিককে অহংকারী ও উদ্ধত করে তোলে কিংবা তাকে আল্লাহর আনুগত্য ও যিকির থেকে বিমুখ করে।

তাই সম্পদের ফিতনা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। কেননা সম্পদের আধিক্য প্রায়শঃ মানুষকে সীমালঙ্ঘন করায় ও ভুলিয়ে দেয়। খুব কম মানুষই সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহর হক আদায় করে। বিপদাপদ ও খারাপ বিষয়ের মাধ্যমে যেমন পরীক্ষা করা হয় তেমনি সম্পদ ও নিয়ামতের মাধ্যমেও পরীক্ষা করা হয়— এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন: “আমি তোমাদেরকে ভালো ও মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি। আর আমাদের কাছেই তোমরা ফিরে যাবে।”[সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৩৫] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় করি না, কিন্তু ভয় করি তোমাদের সামনে দুনিয়া প্রশস্ত হয়ে যাওয়ার; যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের সামনেও দুনিয়া প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল। এরপর তোমরা দুনিয়ার পেছনে প্রতিযোগিতা করবে যেভাবে তারা প্রতিযোগিতা করেছিল। তাদেরকে দুনিয়া যেমন ধ্বংস করে দিয়েছিল, তোমাদেরকেও সেভাবে ধ্বংস করে দিবে।”[বুখারী (৪০১৫) ও মুসলিম (২৯৬১)]

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “অবশ্যই দুনিয়াটা চাকচিক্যময় সুমিষ্ট। আল্লাহ তায়ালা সেখানে তোমাদেরকে উত্তরসূরী নিযুক্ত করেছেন। তিনি দেখতে চান যে, তোমরা কীভাবে আমল করো। সুতরাং তোমরা দুনিয়াকে ভয় কর এবং নারীদেরকে ভয় কর। কেননা বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা ছিল নারীকেন্দ্রিক।”[মুসলিম (২৭৪২)]

কন্তিু আল্লাহ যাকে তৌফকি দয়িছেনে যনিি তার সম্পদ হালালভাবে উপার্জন করে যথাস্থানে ব্যয় করছেনে এবং কল্যাণ ও নকেীর কাজে ব্যয়রে সর্বাত্মক চষ্টো করছেনে; তার ক্ষত্রেে সম্পদ নয়িামত। সইে ব্যক্তি মানুষরে ঈর্ষার উপযুক্ততা অর্জন করছে। যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে, "নকেকার ব্যক্তরি জন্য নকে সম্পদ কতই না উত্তম!"[মুসনাদে আহমদ (১৭০৯৬); শাইখ আলবানী তার 'সহীহুল আদাবলি মুফরাদ' বইয়ে (২৯৯) এ হাদসিটাকে সহীহ বলছেনে] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলছেনে: "দুই প্রকাররে লোক ছাড়া কারো সাথে হংিসা পোষণ করা যায় না। এক প্রকাররে লোক হল: যাকে আল্লাহ অর্থ-সম্পদ দয়িছেনে এবং হক পথে তা ব্যয় করার তাওফীক তাকে দয়িছেনে। আর অন্য ব্যক্তি হল যাকে আল্লাহ তায়ালা হকিমাহ বা সঠকি জ্ঞান দান করছেনে। সে তা অনুযায়ী কাজ করে এবং তা অন্যদরে শক্ষিা দয়ে।"[বুখারী (৭৩) ও মুসলমি (৮১৬)]

দুই:

অর্থ-সম্পদ কল্যাণরে পথে ব্যয়রে অনকে রাস্তা আছ। তন্মধ্যে হলো: মসজদি নর্মিাণ, দান-সদাকা, এতীমরে দায়ত্বি গ্রহণ, অসুস্থ ও অসহায় ব্যক্তদিরে সাহায্য করা, পরবিার-সন্তান-আত্মীয়দরে মনে আনন্দ প্রবশে করানো, বারবার হজ্জ-উমরা করা, কুরআন হফিয ও ইলম শখোনোর প্রতষ্ঠিান প্রতষ্ঠিা, দুস্থদরে ধার দওেয়া, ঋণগ্রস্তদরে অবকাশ প্রদান, সাধারণ কল্যাণজনক প্রকল্পে ব্যয় করা যার দ্বারা গোটা উম্মতরে উপকার হয়; যমেন: ভশিনারী স্যাটলোইট চ্যানলে কংিবা সফল ও উপকারী ওয়বেসাইট প্রতষ্ঠিা। এগুলো ছাড়াও কল্যাণরে আরো বহু রাস্তা আছ; যগেুলোর সংখ্যা আল্লাহই জাননে। ব্যয়কারীর জন্য জানা জরুরী য তার প্রকৃত সম্পদ সটোই যটো স আল্লাহর জন্য পশে করছে। কারণ মৃত্যুর পর স এর প্রশংসনীয় ফল পাব। আর য সম্পদ স জময়িে রখেছে প্রকৃতপক্ষে সটো তার সম্পদ নয়; বরঞ্চ তার ওয়ারশিদরে। এই ভাবটি ইমাম বুখারী কর্তৃক সংকলতি (৬৪৪২) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদয়িাল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণতি হাদসিে ফুটে উঠছে। তনিি বলনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "তোমাদরে মধ্যে কোন ব্যক্তরি কাছে নজিরে সম্পদরে চয়েে তার উত্তরাধকিারীর সম্পদ অধকি প্রয়ি?" তারা সবাই জবাব দলি, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদরে মধ্যে এমন কউে নইে যার কাছে নজিরে সম্পদ সর্বাধকি প্রয়ি নয়।' তখন তনিি বললনে: "নশ্চিয় মানুষরে নজিরে সম্পদ তা-ই যা স (সৎ কাজে ব্যয়রে মাধ্যম) আগে পাঠয়িছে। আর যা স পছিনে রখেে যাব তা তার উত্তরাধকিারীর সম্পদ।"

তনি:

সম্পদ কীভাবে কাজে লাগাবনে ও বৃদ্ধি করবনে সটো জানতে সম্পদরে ব্যাপারে বশিষেজ্ঞ ব্যক্তদিরে শরণাপন্ন হব। তবে আমরা এক্ষত্রেে কছিু মূলনীতি দতিে পারব। যথা:

১- বনিয়িোগ শুরু করার আগে সটোর শরয়ি বধৈতা কংিবা বনিয়িোগরে পদ্ধতরি ব্যাপারে জজ্ঞিসে করা ও খোঁজ-খবর নওেয়া।

২- সুদী ব্যাংকে অর্থসম্পদ রাখা থকেে বঁচেে থাকা। যারা এটি বধৈতা হওয়ার পক্ষে ফতোয়া দয়ে তাদরে দ্বারা প্রররোচতি না

হওয়া। কারণ সুদ আল্লাহর ক্রোধে অনিবার্য হওয়ার কারণ। সুদখোর ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত।

৩- সন্দেহপূর্ণ বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকা।

৪- ব্যক্তির আপন সত্ত্বা, তার পরিবার-পরিজন ও বংশধরদের উপর হারাম সম্পদের ভয়াবহ প্রভাব জানা।

৫- ক্রমধারা অবলম্বন করা ও অল্পে তুষ্ট থাকা। ধীরসুস্থে যাচাই-বাছাই না করে দ্রুত লাভ এনে দেয় এমন কিছুতে প্রলুব্ধ না হওয়া।

৬- যে ব্যক্তির হাতে এই নিয়ামত তুলে দেয়া নিরাপদ নয় তার হাতে সমর্পণের মাধ্যমে নিয়ামতটি নিষ্ট করা থেকে সতর্ক থাকা।

৭- সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও স্বচ্ছতার উপর গুরুত্বারোপ করা এবং ধোকাবাজি ও অস্বচ্ছতা থেকে দূরে থাকা। কারণ এটা বরকতের কারণ এবং লাভ ও নেকী অর্জনের মাধ্যম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রেতা-বিক্রেতার ব্যাপারে বলেন: "যদি ক্রেতা-বিক্রেতা সত্য বলে এবং ভালোমন্দ প্রকাশ করে দেয়, তাহলে তাদের লেনদেনে বরকতময় হবে। আর যদি উভয়ে মিথ্যা বলে এবং দোষত্রুটি গোপন করে তাহলে এ লেনদেনে থেকে বরকত উঠিয়ে নেওয়া হবে।"[বুখারী (২০৯৭), মুসলিম (১৫৩২)]

আল্লাহর কাছে আমরা প্রার্থনা করি, তিনি যেন আপনার সম্পদে বরকত দেন, আপনাকে সেটা বৃদ্ধির তৌফিক দান করেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক খাতে ব্যয় করার সুযোগ দান করেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।